Your Name
or
Institution Logo

Chapterwise

MOCK TEST

দশম শ্রেণির জন্য

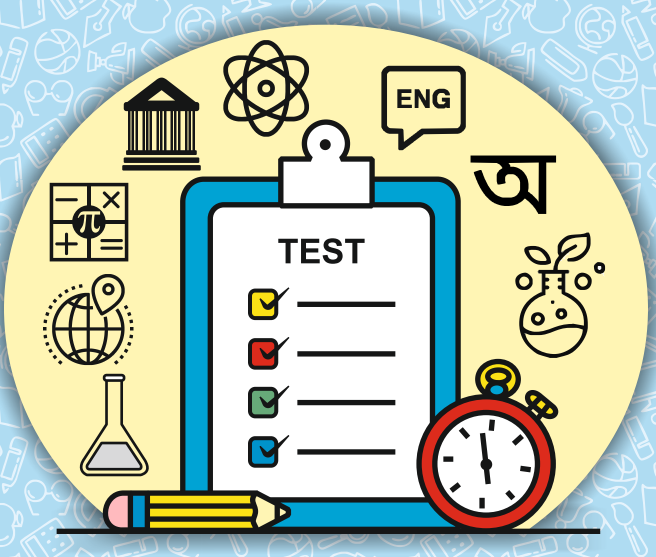

বাংলা

CHAPTERWISE MOCK TEST

শ্রেণি: দশম

বিষয়: বাংলা

জ্ঞানচক্ষু

সময় : ১ ঘণ্টা **পূর্ণমান: ২৫**

১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো: **১ × ৬ = ৬**

১.১ 'প্রথমদিন' গল্পটির লেখক কে?

(ক) মেসোমশাই (খ) শ্রী তপনকুমার রায় (গ) তপন বসু (ঘ) তপন বিশ্বাস

১.২ তপনের মেসোমশাই কোন্ পত্রিকার সম্পাদককে চিনতেন?

(ক) আনন্দমেলা (খ) দেশ (গ) সন্ধ্যাতারা (ঘ) শুকতারা

১.৩ 'সেই বই নাকি ছাপাও হয়' কার লেখা বই?

(ক) তপনের নতুন মেসোর লেখা (খ) তপনের লেখা

(গ) ছোটো মাসির (ঘ) আশাপূর্ণা দেবীর

১.৪ 'তপনের হাত আছে' কথাটির অর্থ কী?

(ক) হস্তাক্ষর (খ) ভাষার দখল (গ) হাতাহাতি (ঘ) জবরদস্তি

১.৫ তপন তার প্রথম গল্পটি কোন্ সময় লিখেছিল?

(ক) সকালবেলা (খ) দুপুরবেলা (গ) বিকেলবেলা (ঘ) রাত্রিবেলা

১.৬ 'তপন প্রথমটা ভাবে ঠাট্টা, কিন্তু যখন দেখে মেসোর মুখে করুণার ছাপ, তখন আহ্লাদে কী হয়ে যায়?

(ক) আনন্দিত (খ) দুঃখিত (গ) কাঁদো কাঁদো (ঘ) বিহ্বল

২। কম-বেশি ২০টি শব্দের মধ্যে লেখো। **১ × ৫ = ৫**

২.১ 'সংকল্প করে তপন' কী সংকল্প?

২.২ 'সূচিপত্রেও নাম রয়েছে' সূচিপত্রে কী লেখা ছিল?

২.৩ 'কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল'। চোখ মার্বেল হয়ে যাওয়ার অর্থ কী?

২.৪ 'তাই এই ভয়ানক আনন্দের খবরটা ছোটোমাসিকে সর্বাগ্রে দিয়ে বসে'। তপন কেন তার গল্প লেখার খবর সবার আগে তার ছোটোমাসিকে দিয়েছিল?

২.৫ 'একাসনে বসে লিখেও ফেলল আস্ত একটা গল্প'— একাসনে বসার দরকারটি বুঝিয়ে দাও।

৩। অনধিক ৬০টি শব্দে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও। **৩ × ৩ = ৯**

৩.১ 'জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল' কীভাবে? ৩

৩.২ ‘সবচেয়ে দুঃখের দিন’— কার? কেন? ১ + ২ = ৩

৩.৩ ‘ওর চিরকালের বন্ধু’।— কে কার চিরকালের বন্ধু? সে কাকে, কেন আনন্দের খবর জানিয়েছিল? ১ + ২ = ৩

৩.৪ ‘বুকের রক্ত ছলকে ওঠে তপনের।’ — কেন তার এই পরিস্থিতি? ৩

৪। **কম-বেশি ১৫০টি শব্দে একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।** ১ × ৫ = ৫

৪.১ ‘পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে’। — কোন্ ঘটনাকে ‘অলৌকিক’ বলা হয়েছে? কেন এই ঘটনাকে অলৌকিক মনে করা হল? ২ + ৩ = ৫

৪.২ ‘রত্নের মূল্য জহুরির কাছেই’— ‘রত্ন’ ও ‘জহুরি’ বলতে কী বোঝ? উদ্ধৃত উক্তিটির তাৎপর্য লেখো। ২ + ৩ = ৫

Sample Answer

CHAPTERWISE MOCK TEST

শ্রেণি: দশম

বিষয়: বাংলা

জ্ঞানচক্ষু

<u>উত্তরপত্র</u>

১। ১.১ (খ) শ্রী তপন কুমার রায়

১.২ (গ) সন্ধ্যাতারা

১.৩ (ক) তপনের নতুন মেসোর লেখা

১.৪ (খ) ভাষার দখল

১.৫ (খ) দুপুর বেলা

১.৬ (গ) কাঁদো কাঁদো

২। ২.১ **'সংকল্প করে বসে'**

সংকল্প: প্রখ্যাত সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর 'কুমকুম' নামক গল্পসংকলন থেকে 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পটি গৃহীত হয়েছে। আলোচ্য অংশে দুঃখের মুহূর্তে তপন সংকল্প করে যে ভবিষ্যতে গল্প ছাপাতে হলে সে নিজে পত্রিকার অফিসে গিয়ে লেখা দিয়ে আসবে।

২.২ **'সূচিপত্রেও নাম রয়েছে'**

সূচিপত্র: প্রখ্যাত সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর 'কুমকুম' নামক গল্পসংকলন থেকে 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পটি গৃহীত হয়েছে। আলোচ্য অংশে 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকার সূচিপত্রে লেখা ছিল 'প্রথম দিন' (গল্প) শ্রী তপন কুমার রায়।

২.৩ **'কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল'**

চোখ মার্বেল হয়ে যাওয়ার অর্থ— লেখিকা আশাপূর্ণাদেবীর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে চোখ মার্বেল হয়ে যাওয়ার অর্থে বিস্ময়াভূত হয়ে তপনের চোখ বড় বড় হয়ে যাওয়াকে বোঝানো হয়েছে। তপনের নতুন মেসোমশাই একজন লেখক এবং তার বই নাকি ছাপাও হয় এই কথা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গিয়েছিল।

২.৪ **'তাই এই ভয়ানক আনন্দের খবরটা ছোটমাসিকে সর্বাগ্রে দিয়ে বসে'**

তপন তার গল্প লেখার খবর সবার আগে তার ছোটমাসিকে দেওয়ার কারণ—

আশাপূর্ণাদেবীর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে ছোটমাসি ছিল তপনের থেকে মাত্র বছর আষ্টেকের বড় এবং চিরকালের বন্ধু। তপন মাসিকে সমবয়সি বলে মনে করত বলেই তার প্রথম গল্প রচনার মতো ভয়ানক আনন্দের খবরটা তাকে প্রথম দিয়েছিল।

২.৫ **'একাসনে বসে লিখেও ফেলল আস্ত একটা গল্প'**

একাসনে বসে লেখার কারণ— আশাপূর্ণাদেবীর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্র তপন গল্প লেখার জন্য খুবই উত্তেজিত ও উদ্‌গ্রীব ছিল। তাই সাহিত্য রচনার মতো মনোযোগপূর্ণ কাজের জন্য একাসনে বসেই মনোসংযোগে তার জীবনের প্রথম গল্পটি রচনা করেছিল।

৩। ৩.১ **‘জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল’**

জ্ঞানচক্ষু:— প্রখ্যাত সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর ‘কুমকুম’ নামক গল্পসংকলন থেকে ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পটি গৃহীত। ‘জ্ঞানচক্ষু’ কথাটির অর্থ ‘জ্ঞান দ্বারা সৃষ্ট চক্ষু’। কিন্তু এখানে অন্যভাবে বললে দাঁড়ায় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। কোনো ভ্রান্ত ধারণা থেকে সত্য ধারণায় উন্নীত হওয়াকে জ্ঞানচক্ষুর উদ্ভব ঘটেছে বলা হয়।

‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পের কিশোর তপনের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, লেখক মানে অপার্থিব কোনো জীব। কিন্তু সদ্য বিবাহিতা ছোটোমাসির স্বামী অর্থাৎ নতুন লেখক ছোটো মেসোমশাইকে দেখে তার সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়। কারণ তপনের কথানুসারে নতুন লেখক ছোটোমেসো তপনের বাবা, ছোটোমামা বা মেজকাকুর মতোই সাধারণ মানুষ। তাঁদের জীবনপ্রণালী প্রায় একই। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ ফল লাভকেই ‘জ্ঞানচক্ষুর’ উদ্ভব ঘটে বলে লেখক বর্ণনা করেছেন।

৩.২ **‘সবচেয়ে দুঃখের দিন’**

দুঃখের দিন:— প্রখ্যাত সাহিত্যিক আশাপূর্ণাদেবীর ‘কুমকুম’ নামক গল্পসংকলন থেকে ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পটি গৃহীত হয়েছে। আলোচ্য অংশে গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র তপনের দুঃখের দিনের কথা বলা হয়েছে।

তপনের পাঠ করা গল্পটি নিজের হয়েও বর্তমানে নিজের নয়। কারণ মেসোর কারেকশনে গল্পের আদল পুরো বদলে গেছে। পড়তে গিয়েও সে আটকে যায়। অথচ অহংকারে-আহ্লাদে পড়ছে না বলে ধমক খায়। তখন গড়গড়িয়ে পড়ে যায়। মাথায় কিছু ঢোকে না। ‘ধন্যি ধন্যি’ পড়ে। রব ওঠে মেসোই ছাপিয়ে দিয়েছে। ছাদে আড়ালে সে চোখের জল মোছে। এতটাই দুঃখ তার।

৩.৩ **‘ওর চিরকালের বন্ধু’**

চিরকালের বন্ধু:— প্রখ্যাত সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর ‘কুমকুম’ নামক গল্পসংকলন থেকে ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পটি গৃহীত হয়েছে। আলোচ্য অংশে কিশোর তপনের চিরকালের বন্ধু ওর চেয়ে আট বছরের বড়ো ছোটোমাসি।

আনন্দের খবর:— ছোটোমাসির বিয়ে উপলক্ষে তপন মামাবাড়িতে এসে সকলের অজান্তে হোমটাস্কের খাতায় একটি গল্প লিখে ফেলে। সমমনস্ক ও চিরকালের ছোটোমাসিকে গল্প লেখার আনন্দের খবরটা দেয়। ছোটোমাসি মামাবাড়ির সবচেয়ে প্রিয়জন। নিজের সৃষ্টির আনন্দ তাই তাকেই প্রথম তপন দেয়।

৩.৪ **‘বুকের রক্ত ছলকে ওঠে তপনের’**

পরিস্থিতি— লেখিকা আশাপূর্ণাদেবীর ‘কুমকুম’ গল্পগ্রন্থের অর্ন্তগত ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্প থেকে উদ্বৃত অংশটি গৃহীত হয়েছে। গল্পের অন্যতম চরিত্র তপনের মনে ছোট থেকেই লেখক হওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল। সে একটা গল্প লিখে তার নতুন মেসোমশাইয়ের কথামতো ছাপানোর জন্যও পাঠায় এবং গল্প ছেপে আসার অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে। প্রতীক্ষার অবসানে তার ছোটমাসি ও নতুন মেসো ‘সন্ধ্যাতারা’ পত্রিকা নিয়ে তাদের বাড়ি আসলে গল্প পত্রিকায় ছাপা হওয়ার আশা ও উত্তেজনায় তপনের বুকের রক্ত ছলকে ওঠে।

৪। ৪.১ **‘পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে’**

অলৌকিক ঘটনা:— প্রখ্যাত সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর ‘কুমকুম’ নামক গল্পসংকলন থেকে ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পটি গৃহীত হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তপন তার নতুন মেসোকে দেখে গল্প লেখায় অনুপ্রাণিত হয়। নতুন মেসো একজন লেখক হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ। সুতরাং তার পক্ষে লেখক হওয়া সম্ভব। প্রবল উৎসাহ নিয়ে তপন একটা গল্প লিখে ফেলে। নতুন মেসো গল্পটির প্রশংসা করেন এবং একটু ‘কারেকশান’ করে দিলে গল্পটি ছাপানো

যেতে পারে বলে জানান। 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় গল্পটি ছাপিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে যান তিনি। গল্পটি ছাপা হয়। পত্রিকার একটা সংখ্যা নিয়ে মেসো ও মাসি একদিন তপনদের বাড়িতে আসেন। তপনের কাঁচা হাতের লেখা 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় এভাবে স্থান পেয়ে যাবে এই ঘটনাকে 'অলৌকিক' বলে মনে হয়েছে।

অলৌকিক মনে হওয়ার কারণ— তপনের লেখা গল্পটি পত্রিকায় ছাপানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেসোমশাই সেটি নিয়ে চলে যান। ছাপার অক্ষরে স্বরচিত গল্পটি দেখার আশায় তপন অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কোনো সংবাদ আসে না। তপন ধীরে ধীরে গল্পটি সম্পর্কে সব আশা ছেড়ে দেয়।

এমন সময় তপনের মাসি ও মেসো হাতে করে 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকা নিয়ে তপনদের বাড়িতে হাজির হন। উত্তেজনায় তপনের বুকের রক্ত ছলকে ওঠে। পত্রিকা দেখেই সে অনুমান করে যে, এই পত্রিকাতেই ওর লেখা গল্পটি ছাপা হয়েছে। নিজের লেখা গল্প বাংলার হাজার হাজার ছেলেমেয়ের হাতে ঘুরবে এমন অলৌকিক ঘটনা সত্যিই ঘটেছে। এটা নিয়ে তপন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

৪.২ **'রত্নের মূল্য জহুরীর কাছে'**

প্রখ্যাত সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর 'কুমকুম' নামক গল্পসংকলন থেকে 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পটি গৃহীত হয়েছে। গল্পে উল্লিখিত প্রবাদটির অর্থ হল জহুরী বা রত্নবিশেষজ্ঞ সহজেই কোন্ রত্ন আসল বা নকল বুঝতে পারেন।

গল্পে 'রত্ন' বলতে তপনের লেখা গল্প ও 'জহুরী' বলতে তপনের লেখক মেসোকে বোঝানো হয়েছে।

উক্তিটির তাৎপর্য 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের প্রধান চরিত্র তপনের ছোটোমাসি তপনের লেখা গল্পের গুণগত মান নির্ধারণের জন্য লেখক নতুন মেসোর কাছে গল্পটি নিয়ে যায়। তখন তপনের মনে এই প্রবাদ বাক্যটি জেগে ওঠে। তপনের ছোটোমেসো একজন প্রফেসর ও একজন দক্ষ লেখক। তাই তিনি সাহিত্যবোধসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি। সুতরাং তিনি গল্প লেখার প্রকৃত মূল্য বা গুণমান বিচার করতে পারবেন। স্বাভাবিকভাবে স্বল্প অভিজ্ঞতায় তপনের মনে হয়েছে 'রত্নের মূল্য জহুরীর কাছে' অর্থাৎ জহুরী বা রত্নবিশেষজ্ঞ যেমন রত্ন চেনেন ও সহজেই আসল-নকল নির্বাচন করতে পারেন, তেমনি একজন লেখক তথা জ্ঞানী ব্যক্তি গল্পের মূল্যায়ন করতে পারবেন এটাই শুনেছেন। সুতরাং উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ।